'মানবাধিকার এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা'— বিচারপতি শ্রী মুকুলগোপাল মুখার্জী, চেয়ারপার্সন, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকার মতবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় আইন প্রণেতা, পুলিশ, আইনজীবি, সাক্ষী, আদালত , এবং সংশোধনাগারের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন থাকা দরকার। মূলতঃ অপরাধের নির্বাচন ও তার প্রতিরোধ, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং কোন ব্যক্তিই যাতে কোনও প্রকার অত্যাচার বা নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ ও শাস্তি বা বিধিবহির্ভূত গ্রেফতার, বিনাবিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দিত্ব অথবা নির্বাসনের শিকার না হন সে ব্যাপারে সহমত গঠনের জন্য এই মেলবন্ধনের প্রয়োজন। এই মেলবন্ধন মানে এক বিশাল মানবিক এবং শারীরিক বিনিয়োগ এবং এর সমস্যাগুলি সমসাময়িক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু রূপে প্রায়শই গণমাধ্যমগুলির সিংহভাগ জুড়ে থাকে। এর চারটি ক্রমিক পর্যায়কে ধরে আমাদের চিন্তাভাবনা এগোনো উচিত।

প্রথম পর্যায় হল সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভার দ্বারা অপরাধী সংক্রান্ত আইনের প্রণয়ন, দ্বিতীয় পর্যায়ে পুলিশের কাজ সেই আইন সুষ্ঠুভাবে বলবৎ করা। তৃতীয়তঃ এক নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা যাতে আইনজীবি এবং সাক্ষীর সাহায্যে অপরাধ নির্ণয় করা এবং পরিশেষে চতুর্থ পর্যায় হল কারাগার যেখানে অপরাধী বন্দীকে সংশোধন করার চেষ্টা চলে, যাতে মুক্তির পরে সমাজে সে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এখন প্রতিটি পর্যায় গঠিত ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর দ্বারা এবং প্রতিটি গোষ্ঠীর চিন্তাভাবনাও ভিন্ন। চাই একটি সম্মিলিত প্রয়াস যার ফলে একটি পরিপূর্ণ ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার স্বাস্থ্যকর উন্নয়ন সম্ভব। রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন করে, পুলিশ সেই আইন বলবৎ করে। আইনজীবির দল সাক্ষী এবং আদালতের সাহায্যে বিচার চালায় এবং কারগার বন্দীদের পরিচালনা করে। এই চারটি দলের কেউ অন্যের সমস্যা নিয়ে ভাবার জন্য বা সমগ্র ব্যবস্থার কোন কাজ বলে ভাবার জন্য বাধ্য নয়। এটা দুর্ভাগ্য কারণ এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগগুলি ঘনিষ্টভাবে জড়িত। ভাল ভাল আইন প্রণয়ন করে কোন লাভ নেই যদি পুলিশ তাদের বলবৎ করতে না পারে। যদি বিচারব্যবস্থা এত অযোগ্য হয় যে তা অপরাধীকে বিনা দন্ডে মুক্তি দেয় অথবা আদালতের সর্বোচ্চ শাস্তিদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদানে বিরত হয় তবে অপরাধীকে ধরার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই।

অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি পাওয়া দুরূহ ব্যাপার কারণ মানুষ প্রায়ই আদালতে সাক্ষী হতে রাজী হয় না, আবার প্রসিকিউটররা যাদের অধিকাংশেরই রাজনৈতিক সুপারিশে চাকুরী, প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে তাদের দায়িত্বপালনে ব্যর্থতার কারণেই বর্তমানে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাস অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিচার সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি আজকের দিনে বিরল ঘটনা।

একটি বড় পরিবর্তন হল কর্তৃপক্ষের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মানপ্রদানে অনীহা এবং প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধের অবনতি। গত পঞ্চাশ বছরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এক বিশাল সংখ্যক মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। একই সাথে আন্তর্জাতিক যোগসাজসে পরিশীলিত অপরাধের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিক বিশৃঙ্খলা একটি সাধারণ ব্যাপার এবং সমাজজীবনে ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও যান্ত্রিকতার দরুণ আইনের সম্প্রসারণ হওয়ায় জনগণ এবং কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে।

আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ক্ষয়িত হতে হতে ধ্বংসের দোরগোড়ায়। আমরা উপযুক্ত তদন্তকারী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি না করার ফলে বিচারগ্রাহ্য অপরাধের সংখ্যা স্তূপাকার হতে চলেছে।

আইন বলবৎ করার জন্য এবং বলবৎ করতে ব্যর্থ হওয়া উভয় কারণেই পুলিশ সমালোচিত হয়। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ জাতীয় কোন প্রতিকূলতা যার উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, সেইকারণে তাদের অক্ষমতার জন্যও জনতার সমালোচনার তীর তাদের প্রতি বিদ্ধ হয়।

আমাদের দেশে আইনের সার্বিক বলবৎকরণ বাস্তবিক অসম্ভব ব্যাপার, পাশাপাশি আইন প্রণয়ণকারী সংস্থাগুলির বিচারদানের অবাধ ক্ষমতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবাধ ক্ষমতার ফলশ্রুতি ক) যে সমস্ত বিচারগ্রাহ্য অপরাধ পুলিশ আইনতঃ লিপিবদ্ধ করতে বা তদন্ত করতে বাধ্য, সেই জাতীয় অপরাধের ঘটনা গোপন করা এবং খ) ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি। এই ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রন করার জন্য আমরা খুব কমই প্রচেষ্টা দেখিয়েছি।

পুলিশের রাজনীতিকরণ একটি বৃহৎ সমস্যা। জাতীয় পুলিশ কমিশন পুলিশবাহিনীকে রাজনৈতিক নেতাদের কবল থেকে মুক্ত করার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছে। সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধতার বদলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা রাজনৈতিক নেতাদের অসংবিধানিক মৌখিক আদেশ পালন করা একজন পুলিশের পক্ষে পেশাদারী ঝুঁকির নিদর্শন। যদি কোন পুলিশ তার ভাগ্য নির্ধারণকারী উপরওয়ালার আদেশ অগ্রাহ্য করে আইনানুসারে কাজ করে, তাকে তার খেসারত দিতে হয়। মাফিয়া, লুম্পেন এবং সমাজের ক্ষতিকর শ্রেণীকে রক্ষা করাই হচ্ছে পুলিশের কাজ। যার ফলশ্রুতি হল পুলিশের নৈতিক অবনমন।

আমাদের বিচার ব্যবস্থা কিরূপ? বিভিন্ন নিম্ন ও উচ্চ আদালতে বছরের পর বছর মামলা স্তূপীকৃত পড়ে আছে। দ্রুত বিচার পেতে ব্যর্থ হয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। এমনকি যাদের তারা দোষী ভাবছে তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করছে না। অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে একটি 'সমান্তরাল বিচার ব্যবস্থা' চালানো হচ্ছে সেক্ষেত্রে অন্ধকার জগতের লোকেদের মাধ্যমে বিচার সুনিশ্চিত করা হচ্ছে।

জেল প্রশাসন হল ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার চতুর্থধাপ। জেল হল সংশোধনকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সমসাময়িক কারাগারের দৃশ্যাবলী থেকে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে কয়েদীদের সংশোধনের কাজে কারাগার ব্যর্থ। জেল প্রশাসন প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে এবং সেখানে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে।

কল্পনা করা যাক একদল বধির গায়ক তাদের সঞ্চালককে লক্ষ্য না করেই প্রত্যেকে নিজের সুরে বাজানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার বর্তমান হাল সেই রকম। প্রতিটি গায়ক যথা রাজনীতিবিদ, পুলিশ ,বিচারক, উকিল, কারাধ্যক্ষ এবং শিক্ষাবিদ একে অন্যকে ঘৃণা করে এবং তাদের সঞ্চালক সুপ্রীম কোর্টের সাথে সংযোগসাধনে অক্ষম হয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুরে বেজে চলেছেন।

বিভিন্ন অপরাধের শিকার যে সমস্ত ব্যক্তি যেমন যে লোকটির সর্বস্ব গেছে, যে শল্যচিকিৎসক হয়ে চিকিৎসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন, যে মেয়েটি ধর্ষিতা, যে বিনিয়োগকারীরা কোম্পানী কর্তৃক প্রতারিত, যে ভাড়াটের গৃহস্থালীর জিনিসপত্র বাড়িওয়ালা রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, যে হরিজন-এর বাড়ীটি উঁচুজাতের লোক এবং ভাড়াটে সেনারা পুড়িয়ে দিয়েছে, যার বাড়ী সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক দাঙ্গায় ভস্মীভূত, যে কৃষকটির পুত্রদের বেতন চাওয়ায় গ্রামের ভূ-স্বামী দাঁড় করিয়ে গুলি ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে— এই সকল অপরাধের বলিরা ঐ ঐকতান সঙ্গীতের বৃত্তের সম্পূর্ণ বাইরে থেকে যায়।

বর্তমানে, সাংসদ, বিধায়ক, পুলিশবাহিনী, বিচারপতি, আইনবিদ এবং কারাগার অধিকর্তারা দৈনন্দিনতার বাইরে তাকাতে নারাজ, ফলে দেশকে তারা ক্রমশঃ হিংসার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, যা তার সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে আস্তে আস্তে গ্রাস করছে। আইন প্রণেতারা এমন আইন চান যা কোনরকম ঝুঁকি ব্যতিরেকে ভাঙ্গা যায়। অপরাধমুক্ত অঞ্চল এবং তাৎক্ষণিক বদলী মুক্ত অস্তিত্ব হল পুলিশের আদর্শবাদ।

উকিলের অনুপ্রেরণা বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা বা ফৌজদারী পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না বরঞ্চ তা মক্কেলকে বেকসুর খালাস করার জন্য প্রদত্ত পারিশ্রমিকের উপর নির্ভর করে। আমাদের সমাজের অভিযোক্তার অধিকার অপেক্ষা অভিযুক্তের অধিকার নিয়ে বিচারক বেশী ব্যস্ত থাকেন। বহু বিস্তৃত দমনপীড়নের জন্য সামান্য মামলাই নথিভুক্ত হয়। তাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক মামলা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য আদালত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এই যৎসামান্য মামলাও বছরের পর বছর আদালতে জমে থাকে।

অধিকন্তু যেরূপ নতুন আইনসমূহ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তেমনি পুলিশের কি করা উচিত, পুলিশ কি করতে পারে, কি এড়িয়ে যেতে পারে এবং কি করা উচিত নয় এই ব্যাপারে প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি সীমারেখা টানা হচ্ছে সমস্যা। 'পুলিশের অবাধ ক্ষমতা' এখন পুলিশ

(পরবর্তী অংশ চতুর্থ পাতার ১ম কলমে)